দৈনিক
জনকণ্ঠ

22 MAR 20 3

অশান্ত হয়ে উঠছে শিক্ষাঙ্গন ।। লাখ লাখ শিক্ষার্থী সেশন জটের আবর্তে

মোশতাক আহমেদ

আবারও অশান্ত হয়ে উঠছে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো। ফলে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী সেই পুরনো অভিশাপ সেশনজটের কবলে পড়ছে। মারামারি-হানাহানির কারণে ইতোমধ্যে দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে লাগাতার অবরোধ। শাহজালাল ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বয়ং শিক্ষকরাই ক্লাস বর্জনসহ বিভিন্ন আন্দোলন করে যাচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগেও চলছে লাগাতার ধর্মঘট। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই দখল পাল্টাদখলের কারণে শিক্ষাঙ্গনগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের বর্বর পুলিশী হামলার কারণে তা আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারও শিক্ষাঙ্গনগুলো উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, দলীয়করণ ও ভিসি-রেজিস্ট্রারের পদত্যাগের দাবিতে গত ১৬ মার্চ দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে। এতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ভিসিসহ ৫০ ছাত্র আহত হয়। কর্তৃপক্ষ ওই দিন রাতেই মাত্র ২০ মিনিটের নোটিসে ছাত্রদের হল ছাড়তে বাধ্য করে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। এতে শিক্ষার্থীদের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। কবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে এটিই এখন তাদের প্রধান প্রশ্ন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে গত ৯ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছে। ১২ মার্চ থেকে এই আন্দোলন আরও জোরালো হয়েছে। তারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছে। শিক্ষামন্ত্রী এ পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করলেও কোন ফল হয়নি। এখন পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। বিঘ্নিত হচ্ছে পড়াশোনা।

জাবিতেও শিক্ষকরা উপাচার্য, উপ-

অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আগামীকাল ২২ মার্চ থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সরকার সমর্থক উদারপন্থী বিএনপির শিক্ষকরাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার ছাত্রলীগের মিছিলে শিবিরের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ বুধবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধের ডাক দিয়েছে। শিবিরও এই ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে ধর্মঘট ডেকেছে। এ অবস্থায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অনার্সের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল কম। সেশনজটকবলিত বিশ্ববিদ্যালয়টি আবারও সেই করালগ্রাসী সেশনজটে পড়তে শুরু করেছে।

১৮ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা পরিবহন অফিসে ব্যাপক ভাংচুর করে এবং উপাচার্যের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শুরু হয়েছে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কটূক্তি করার অভিযোগে আইন বিভাগের প্রভাষক শফিকুর রহমানের অপসারণ দাবিতে দ্বিতীয় বর্ষের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী গত পাঁচদিন ধরে বিভাগে ধর্মঘট পালন করে আসছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ অবস্থায় পুরো বিভাগেই অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শফিকুর রহমানের অফিস রুমে অগ্নিসংযোগও করা হয়েছে। এইসব ঘটনার জন্য শফিকুর রহমান ছাত্রদলকে দায়ী করেছেন। বৃহস্পতিবার ধর্মঘটকারী ছাত্রছাত্রীরা ডাকসু ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে শফিকুর রহমানের অপসারণ দাবি করেছে। শফিকুর রহমানও পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নয়, স্কুল-কলেজেও এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শরীয়তপুর নড়িয়া বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস রুমে ইউএনওর ছেলেকে শাসন করায় এই স্কুলেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলনের কারণে গত ৬ মার্চ থেকে স্কুলের সকল কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

শিক্ষাঙ্গনগুলো এভাবে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এখন সেই পুরনো সেশনজটের অভিশাপে পড়ছে। ফলে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।